# সুশাসন (Good Governance)

**ইউনিট ২**

পৌরনীতি ও সুশাসনের অন্যতম একটি বিষয়বস্তু হল সুশাসন। শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাসহ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়। সময়ের উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রেখে এ বিষয়টি পাঠ অতীব জরুরি। তাই এই ইউনিটে সুশাসনের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব, বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা ও তার সমাধান এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার কার কি ধরনের ভূমিকা তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

**এই ইউনিটের পাঠসমূহ-**

| | |
|---|---|
| পাঠ-২.১ ঃ সুশাসনের ধারণা | পাঠ-২.৪ ঃ বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা |
| পাঠ-২.২ ঃ সুশাসনের বৈশিষ্ট্য | পাঠ-২.৫ ঃ সুশাসনের সমস্যার সমাধান |
| পাঠ-২.৩ ঃ সুশাসনের গুরুত্ব | পাঠ-২.৬ ঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক ও সরকারের ভূমিকা |

| | |
|---|---|
| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | **ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ** |

## পাঠ-২.১ সুশাসনের ধারণা (Concept of Good Governance)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- সুশাসন সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- সুশাসন এর প্রধান কার্যক্রম কি তা বুঝতে পারবেন।
- সুশাসন এর প্রধান প্রধান উপাদান সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ (Key Words)** | শাসন, সম্পদ বিতরণ, ব্যবস্থাপনা। |

### সুশাসনের ধারণা

পৌরনীতি শাস্ত্রের যাত্রালগ্ন থেকেই শাসনের (Governance) ধারণাটি বিস্তার লাভ করেছে। তাই বর্তমান বিশ্বে 'শাসন' শব্দটি বহুল প্রচলিত হলেও, এটা কোনো নতুন ধারণা নয়। মৌলিক অর্থে, শাসন বলতে বুঝানো হয়, সমাজ ও অর্থনীতিকে সকলের কল্যাণের স্বার্থে পরিচালনা করা। বব জেসপের (Bob Jessop) ভাষায় শাসন হচ্ছে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে অর্থনীতি ও সমাজের অগ্রগতির প্রচেষ্টার সাথে সকল শ্রেণির মানুষকে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়। সহজ কথায়, শাসন-এর অর্থ সমাজের জন্য সমষ্টিগত লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং কীভাবে এই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় তার উপায় ঠিক করা। বর্তমানে শাসন শুধুমাত্র সরকারের একার কাজ নয়। সরকারের পাশাপাশি নাগরিকদের সেবা দিতে এগিয়ে আসছে বাজার ব্যবস্থা ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বেসরকারি খাত শাসন কার্যক্রমে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারি হাসপাতালগুলোর পাশাপাশি এখন জনগণকে স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছে বেসরকারি হাসপাতালগুলোও। যদিও এই স্বাস্থ্য সেবা গরীব মানুষের নাগালের বাইরে। কারণ, বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ অনেক বেশি। বিকল্প হিসেবে কিছু-কিছু এনজিও স্বল্প মূল্যে দরিদ্রদের স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছে।

১৯৯০-এর দশক থেকেই শাসন প্রত্যয়টি বিশ্বব্যাপী নতুন করে গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের পথে বাঁধা হিসেবে সুশাসনের (Good Governance) অভাবকে চিহ্নিত করে। শাসনের গুনগত মান যে সব সময় একরকম হবে, তা নয়। সে কারণে প্রাচীন গ্রীসে আজ থেকে ২৬০০ বছর আগে দার্শনিক প্লেটো আদর্শ শাসকের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, আদর্শ শাসক হবেন একজন দার্শনিক রাজা, যার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পরিবার থাকবে না। কারণ, এগুলো থাকলে একজন শাসক জনগণকে যে ধরনের ওয়াদা করেন, সে অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন না। তিনি ব্যক্তিগত লোভে আসক্ত হয়ে পড়বেন। প্লেটোর পর থেকে আধুনিক যুগের দার্শনিকগণও উত্তম শাসনের বিষয়ে ভেবেছেন। জন লকের ভাষায়, উত্তম রাষ্ট্র হবে সেই রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দেয়। কার্ল মার্কস মনে করেন শ্রমজীবী মানুষের সরকারই উত্তম সরকার। বৃহত্তর অর্থে নাগরিকদের কল্যাণের উদ্দেশ্য ভালোভাবে শাসন পরিচালনার নামই সুশাসন। জনগণকে দেয়া সরকারের প্রতিশ্রুতি ও তার বাস্তবায়নকেই সুশাসনের আওতায় ভাবা যায়। তবে একটি দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় সেই দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর এবং সামাজিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুশাসনের অন্ত:সার হচ্ছে সুষ্ঠু, বাস্তবায়নযোগ্য নীতি এবং নীতি বাস্তবায়নের জন্য একটি পেশাদারী আমলাতন্ত্র এবং শাসনবিভাগ, যা এর কর্মকাণ্ডের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক হবে। সুশাসনের জন্য আরও প্রয়োজন হচ্ছে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভূমিকা রাখতে আগ্রহী একটি শক্তিশালী সুশীল সমাজ। সর্বোপরি, সুশাসন তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যদি সমাজের সকল সদস্য আইনের শাসন মেনে চলে।

বিশ্বব্যাংক (১৯৯৪) ‘শাসন: বিশ্বব্যাংকের অভিজ্ঞতা’ শীর্ষক এক রিপোর্টে সুশাসনকে সরকারি খাতের ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতা, উন্নয়নের জন্য আইনী কাঠামো, স্বচ্ছতা ও তথ্য এ চারটি কার্যক্রম দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

সুশাসন বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যেখানে শাসন এর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা আছে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সম্পদ ও সেবা বিতরণের ফলে দরিদ্রতম ও দরিদ্র নাগরিকেরা মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন করার সুযোগ লাভ করেছে। বস্তুত বর্তমান সময়ে সুশাসনের বিষয়টি চিন্তাজগতে কেবল ভালো লাগা বা না লাগার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং সুশাসনের বিষয়টি এমন এক কার্যকরী প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে যে, যখন সম্পূর্ণ অর্থে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা টেকসই উন্নয়ন ও পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়। শাসন তখনই ভালো বা সুশাসন হয় যখন তা নি:স্ব ও সামাজিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর উপকার বা মঙ্গল করে।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ** | সুশাসন নিজের ভাষায় সংজ্ঞায়িত করুন। |

## সার-সংক্ষেপ

সুশাসন হল রাষ্ট্র, সমাজ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। সুশাসন সকলের স্বার্থই রক্ষা করার চেষ্টা করে থাকে। সুশাসনের নির্দিষ্ট কিছু উপাদান রয়েছে। সুশাসন চিহ্নিতকরণে সরকারি খাতের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়নের জন্য আইনী কাঠামো, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহের উপর জোর দেয়া হয়। সুতরাং সুশাসন বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যেখানে শাসনের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা আছে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সম্পদ ও সেবা বিতরণের ফলে দরিদ্রতম ও দরিদ্র নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। সুশাসন দ্বারা শাসনের-
(ক) গুণগত দিক বুঝায় (খ) পরিমান বুঝায়
(গ) বিপরীত দিক বুঝায় (ঘ) উপরের সবই বুঝায়

২। কোন দশক থেকে সুশাসন ধারণাটি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে?
(ক) ১৯৬০ (খ) ১৯৭০
(গ) ১৯৮০ (ঘ) ১৯৯০

৩। সুশাসনের জন্য সরকারি খাতের ব্যবস্থাপনার কথা কোন প্রতিষ্ঠান বলেছে?
ক) আইএমএফ খ) জাতিসংঘ
গ) বিশ্বব্যাংক ঘ) ইইউ

# পাঠ-২.২ সুশাসনের বৈশিষ্ট্য
# (Characteristics of Good Governance)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- সুশাসন এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সুশাসন এর বৈশিষ্ট্যগুলো কিভাবে রক্ষা করা যায় তাও জানতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ (Key Words)** | অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, সংবেদনশীলতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা, সুশীল সমাজ। |

## সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

সুশাসনের মৌলিক ও প্রাথমিক চরিত্র হচ্ছে- সুশাসনের আওতায় সকল কাজ হবে অপব্যবহার ও দুর্নীতিমুক্ত এবং ন্যায়পরায়ণভিত্তিক ও আইনের শাসনের প্রতি শর্তহীনভাবে অনুগত। সুশাসনের এই চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে তা কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

(ক) **অংশগ্রহণ:** নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শাসনের কাজে সকলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণ হচ্ছে সুশাসনের অন্যতম ভিত্তি। রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে বর্তমানকালে প্রত্যক্ষভাবে সকলে শাসন কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে না। সে কারণে পরোক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যম হচ্ছে বৈধ প্রতিষ্ঠানসমূহ। অংশগ্রহনের অর্থ হচ্ছে, বৈধ ও কার্যকরী যে কোন সংগঠন গড়ে তোলার স্বাধীনতা এবং এসব সংগঠনের মাধ্যমে মতামত প্রকাশের অবারিত সুযোগ। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রের সুশীল সমাজকেও নিরপেক্ষ, কল্যাণকর ও সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংগঠিত থাকতে হবে।

(খ) **আইনের শাসন:** সুশাসনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আইনের শাসন। সুশাসনের জন্য এমন আইনগত কাঠামোর উপস্থিতি প্রয়োজন যা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে সক্ষম। নিরপেক্ষভাবে আইন প্রয়োগের বিশেষভাবে প্রয়োজন মানবাধিকার সংরক্ষণ, বিশেষ করে চরম দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য। আবার এসব কিছুর জন্য প্রয়োজন স্বাধীন বিচার বিভাগ এবং নিরপেক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা।

(গ) **স্বচ্ছতা:** সাধারণভাবে স্বচ্ছতা বলতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও তা বাস্তবায়নে আইনসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করাকে বোঝায়। কেবল তাই নয়, স্বচ্ছতা দ্বারা এটিও বুঝানো হয় যে, আইনসম্মতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে যারা প্রভাবিত হবে তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তথ্য প্রবাহ অবাধ করা এবং তথ্য জানার অধিকার উন্মুক্ত করা। একথার অর্থ হচ্ছে তথ্য প্রবাহ যেন সকল স্তরের জনগণের কাছে সহজবোধ্য হয় এবং বিভিন্ন মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছায়।

(ঘ) **সংবেদনশীলতা:** সংবেদনশীলতা হচ্ছে শাসনযন্ত্রের এমন দক্ষতা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য যার মাধ্যমে জনসাধারণের বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য সকল বৈধ প্রয়োজন ও দাবী-দাওয়া যথাসময়ে পূরণ করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ, সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে যথাসময়ে সাড়াদানে প্রস্তুত থাকাটাই সংবেদনশীলতা।

(ঙ) **ঐকমত্য:** যেকোন রাষ্ট্রেই নানা মত ও স্বার্থের উপস্থিতি বিদ্যমান। এই সব মত ও স্বার্থের মাঝে সমন্বয় সাধন করে সামাজিক ঐক্য ধরে রাখা সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য। সুশাসনের ক্ষেত্রে এরূপ সমন্বয় সাধন কাজ এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে সামগ্রিকভাবে সমাজের সকল অংশ লাভবান হয়। এভাবে মত ও স্বার্থের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক একরূপতা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(ঞ) **জবাবদিহিতা:** সুশাসনের জন্য জবাবদিহিতা গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহই নয় বরং ব্যক্তিখাত ও সুশীল সমাজের সংগঠনসমূহও তাদের অংশীদারদের নিকট এবং সার্বিকভাবে জনসাধারণের নিকট তাদের কাজকর্মের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে এবং জবাবদিহি করবে। এরূপ দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতা স্বচ্ছতা ও আইনের শাসন ছাড়া সম্ভব নয়।

এসব ছাড়াও সুশাসনের জন্য ন্যায়পরায়নতা, কার্যকারিতা ও দক্ষতার শর্তপূরণ একান্ত আবশ্যক। উপরে আলোচিত বৈশিষ্ট্যসমূহের আলোকে বুঝা যায় যে, সম্পূর্ণরূপে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সহজ কাজ নয়। খুব কম রাষ্ট্রই সুশাসনের সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছে। তবুও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, টেকসই উন্নয়নের জন্য সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করার কোন বিকল্প নেই।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ** | সুশাসন এর বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন। |

## সার-সংক্ষেপ

কোন রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সহজেই নাগরিকগণ তা অনুধাবন করতে পারে। অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সংবেদনশীলতা, ঐকমত্য, কর্তব্য ও ন্যায়পরায়ণতা ও দক্ষতার মত বৈশিষ্ট্যগুলো তখন খুব সহজেই অনুমেয় হয়। সুশাসন না থাকলে সমাজে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয় না।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আইনের শাসনের প্রয়োজন নেই। বক্তব্যটি–

(ক) মিথ্যা (খ) সত্য
(গ) আংশিক সত্য (ঘ) উপরের কোনটিই না

২। সুশাসনের বৈশিষ্ট্য-

(i) অংশগ্রহণ (ii) আইনের শাসন (iii) স্বচ্ছতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii
গ) i ii ও iii ঘ) i ও iii

# পাঠ-২.৩ সুশাসনের গুরুত্ব
## (Importance of Good Governance)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- সামাজিক উন্নয়নে সুশাসন এর গুরুত্ব জানতে পারবেন।
- রাজনৈতিক উন্নয়নে সুশাসন এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।

| মুখ্য শব্দ (Key Words) | উৎপাদন, বন্টন, বিনিয়োগ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থা। |
|---|---|

### সুশাসনের গরুত্ব

একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল। সুশাসন ছাড়া স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্ভব নয়। একটি রাষ্ট্রে সুশাসন না থাকলে, সে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্থিতিশীল হয় না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকল উপাদান যেমন, উৎপাদন, বণ্টন, বিনিয়োগ এমনকি ভোগের ক্ষেত্রেও নানারকম বাঁধার সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে বাজার ব্যবস্থাও নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। যেমন ধরা যাক বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সম্মুখীন হয় তখন এর উৎপাদন বাঁধাগ্রস্ত হয়। রাজনৈতিক কর্মসূচি হরতালের কারণে যানবাহন চলাচল না করলে পণ্যের যথাযথ বাজারজাতকরণ সম্ভব হয় না। ফলে ভোক্তারা বাজার থেকে তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে পারে না। অথবা কিনলেও বেশি অর্থ ব্যয়ে বাধ্য হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত থাকলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ন্যায্য বন্টন সম্ভবপর হয়।

### সামাজিক উন্নয়নে সুশাসন

সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুশাসন অপরিহার্য। শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেই সুশাসনের ভূমিকা শেষ হয়ে যায় না। উন্নয়নের ফলাফল সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ন্যায্যতার সাথে ভোগ করতে পারাই সুশাসনের লক্ষণ। একটি সমাজে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ শ্রেণি পেশার মানুষ থাকে। যেমন, বাংলাদেশে রয়েছে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ। এছাড়াও দেশটিতে আছে নানা জাতিসত্তার মানুষ। এখন এ সকল মানুষের কাছে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন না হলে সামাজিক অসন্তোষ বাড়বে। শুধু সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হলেই সুশাসন হবে না। যদি সংখ্যালঘু মানুষেরা স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে তার সম্পত্তির অধিকার ভোগ না করতে পারে তাহলেও সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে না। নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্যও সুশাসন প্রতিষ্ঠা জরুরি। অনগ্রসর নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা তথা আইন সংস্কার জরুরি।

### সুশাসন ও রাজনৈতিক উন্নয়ন

রাজনৈতিক উন্নয়ন ও সুশাসনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। একটি দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি আন্তরিক না হন, তাহলে সে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয় না। সুশাসনের সাফল্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের আন্তরিকতা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি মেনে চলার ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তথা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গঠনমূলক সহযোগিতা এবং জনগণের কল্যাণের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নে তাদের নিজেদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ** | আপনার দৃষ্টিতে সুশাসন কেন প্রয়োজন? |

## সার-সংক্ষেপ

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে সুশাসন। সুশাসন ও উন্নয়ন পরস্পরের পরিপূরক। সুশাসন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে নাগরিকদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষায় নিশ্চয়তা দেয়। ফলে একটি দেশের উন্নয়ন সূচকে উর্ধ্বগামী প্রবণতা দেখা যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। ঘুষ সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে-

(ক) সহায়ক (খ) বাঁধা

(গ) উভয়ই (ঘ) কোনটিই না

২। ‘ক’ রাষ্ট্রটি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। কোন অন্যায়-অবিচার হলে বিচারের জন্য দ্বারে-দ্বারে ঘুরতে হয় না। পুলিশ নাগরিকের যে কোন অভিযোগ গ্রহণ করে থাকে। ফলে জনগণও সরকারের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। রাষ্ট্রটিতে কি বিদ্যমান?

(ক) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (খ) আইনের শাসন

(গ) সুশাসন (ঘ) সহিষ্ণুতা

## পাঠ-২.৪ বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা (Problems of Good Governance in Bangladesh)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- সুশাসন তথা বাংলাদেশে সুশাসনের প্রধান সমস্যাগুলো জানতে পারবেন।
- সুশাসনের সমস্যা জানার পাশাপাশি সমস্যাগুলো কেন তৈরি হয় তা সম্পর্কেও ধারণা পাবেন।

| মুখ্য শব্দ (Key Words) | দুর্নীতি, আমলাতন্ত্র, স্বজনপ্রীতি, অকার্যকারিতা। |
|---|---|

### বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বিচারে ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ পৃথিবীতে এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ ছিলো। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও বাংলাদেশে এখনও ব্যাপকহারে দুর্নীতি বিদ্যমান। অনেকের মতে দুর্নীতিই বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায়। দুর্নীতি ছাড়াও আমলাতন্ত্রের প্রকোপ ও আইনের শাসন চর্চায় নানাবিধ দুর্বলতা সুশাসনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। নিম্নে বাংলাদেশে সুশাসনের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

(ক) দুর্নীতি: বাংলাদেশে দুর্নীতি এক সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করেছে। দুর্নীতির ব্যাধি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা থেকে শুরু করে বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনকেও আক্রান্ত করেছে। এছাড়া রাজনৈতিক অঙ্গনের একটি অংশের মধ্যেও দুর্নীতির সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে করেন অনেক গবেষক ও বিশ্লেষক। দুর্নীতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার কারণে মানবাধিকার সংরক্ষণ, ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠা, অসাম্যের মাত্রা কমানোর চ্যালেঞ্জগুলো প্রকট হয়ে উঠেছে। এমতাবস্থায় সুশাসন তথা গণতন্ত্র কতদিনে অর্জিত হবে তা বড় এক প্রশ্ন হয়ে উঠেছে।

(খ) আমলাতন্ত্র: বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র এখনো অনেকটাই উপনিবেশিক আমলের ধাঁচে কাজ করে। উপনিবেশিক সংস্কৃতির কারণে আমলাতন্ত্রের মধ্যে 'জনগণের সেবক' অপেক্ষা 'জনগণের প্রভু' সংস্কৃতি বেশি দেখা যায়। জনপ্রতিনিধিদের অনেকের মধ্যে আবার অমনোযোগিতা অথবা অদক্ষতাজনিত কারণে আমলাদের উপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়ার মনোভাব দেখা যায়। এর ফলে জনগণের সাথে জনগণের প্রতিনিধির দূরত্ব তৈরি হয়, যা বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় একটি বড় অন্তরায় হিসাবে বিরাজ করছে।

(গ) আইনের শাসনে দুর্বলতা: আইনের চোখে সকলে সমান এবং আইন তার নিজস্ব গতিতে চলে। কিন্তু বাংলাদেশে অনেক সময় আইনের শাসনের এই দুই শর্ত রক্ষিত হয় না। বাংলাদেশে আইন আছে, সংবিধান মৌলিক মানবাধিকারসমূহ স্পষ্টভাবে লিখিত রয়েছে। কিন্তু এসব আইন ও মানবাধিকারসমূহের সুফল সকলের জন্য সমানভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি। অনেক ক্ষেত্রেই আইনের সুফল ভোগ করার জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রয়োজন হয়। আইন ও প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক সময় এখানে ব্যক্তি প্রধান হয়ে উঠে। অনেক ক্ষমতাবান ব্যক্তি নিজের পছন্দমাফিক লোকজনের জন্য আইনের সুবিধা বা উপকার বিতরণ করেন। আইনের শাসনের এহেন দুর্বলতা মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা জন্ম দেয়। এই পরিস্থিতিকে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচনা করা যায়।
উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও প্রায়শ অকার্যকর সংসদ, রাজনৈতিক সহিংসতার মত বিষয়গুলোও সুশাসনের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায়।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ** | বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যাগুলো কি কি? |

## সার-সংক্ষেপ

অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানান সূচকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ লক্ষণীয় উন্নতি করে চলেছে। কিন্তু দুর্নীতি, অনিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র, আইনের শাসনে দুর্বলতার মত সমস্যাগুলো বাংলাদেশের এগিয়ে চলার ক্ষেত্রে বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সমস্যার সমাধান না হলে 'সুশাসন' অর্জন কোনভাবেই সম্ভব নয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। সুশাসনের পথে অন্তরায় শাসন ক্ষমতার

(ক) কেন্দ্রীকরণ (খ) বিকেন্দ্রীকরণ
(গ) গণতন্ত্রায়ন (ঘ) উপরের কোনটিই না

২। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র কোন ধাঁচের?

(ক) গণতান্ত্রিক (খ) সমাজতান্ত্রিক
(গ) উপনিবেশিক (ঘ) উপরের কোনটিই না

# পাঠ-২.৫ সুশাসনের সমস্যার সমাধান
# (Solutions to Problems of Good Governance)

## উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- সুশাসনের সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় তা জানতে পারবেন।
- সুশাসনের সমস্যা দূরীকরণে কার ভূমিকা কেমন তা সম্পর্কেও ধারণা পাবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ (Key Words)** | প্রতিনিধিত্বমূলক, দুর্নীতিমুক্ত, বাস্তবমুখী, জবাবদিহিতা। |

## সুশাসনের সমস্যার সমাধান

একটি দেশে সুশাসনের সমস্যা সমাধানের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। নিচে উদ্যোগগুলো উল্লেখ করা হল।

১। সুশাসন কী, কেন দরকার এবং কীভাবে তা প্রতিষ্ঠা করা যায় এ বিষয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা দরকার। এ লক্ষ্যে স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে সুশাসন বিষয়টি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। এতে দেশের ভবিষ্যত শাসকগণ সুশাসন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে।

২। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা যেহেতু প্রতিনিধিত্বমূলক, তাই জনগণের ইচ্ছা, কল্যাণ ও অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন ও তার যথাযথ প্রয়োগের আরেক নাম সুশাসন। সুশাসনের এই শর্ত পূরণে রাজনৈতিক নেতৃত্বই সর্বাধিক ভূমিকা রাখতে পারে।

৩। সরকারের সকল কাজেরই জবাবদিহিতা নিশ্চিত হতে হবে। সরকারের কাজকর্ম কতটা যুক্তিযুক্ত সে বিষয়ে জনগণের মতামত গ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে।

৪। কার্যকর পেশাদারী মনোভাবসম্পন্ন আমলাতন্ত্র ছাড়া সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন আমলাতন্ত্রের জন্য সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে সুস্পষ্ট নীতি নির্দেশনা প্রণয়ন করতে হবে।

৫। সক্রিয় নাগরিক এবং শাসনকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রতিনিয়ত যোগাযোগের মাধ্যমে সুশাসনের সুযোগ অবারিত হয়। এক্ষেত্রে নানান উপায়ে নাগরিকদের শাসন প্রক্রিয়ায় অংশীদার করে নেয়া অত্যন্ত ফলদায়ী হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬। তথ্যের ভাণ্ডারে নাগরিকদের প্রবেশ না থাকলে সুশাসন নিশ্চিত করা যাবে না। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

৭। কেন্দ্রীয় সরকার সব কাজ একা করতে পারে না, সেজন্য বিকেন্দ্রীকরণের কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১১ তে স্পষ্ট বলা আছে প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এলক্ষ্যে উপজেলা, জেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করলে তা হবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক।

৮। সরকারের সার্বিক কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন নিশ্চিত হল কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকা দরকার। এক্ষেত্রে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।

| | |
|---|---|
| **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ** | সুশাসন নিশ্চিতকরণে করণীয় কি কি? |

## সার-সংক্ষেপ

সুশাসন প্রত্যেক নাগরিকেরই কামনা। এর মাধ্যমের নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অনেকগুলো শর্তের উপর নির্ভরশীল। সরকারের কাজ-কর্মে জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণসহ তথ্যের আদান-প্রদান অবাধ করে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করা যায়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। সুশাসনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, সরকারের কর্মকান্ডের-

(i) জবাবদিহিতা (ii) দায়হীনতা (iii) স্বচ্ছতা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii

গ) i ও iii ঘ) উপরের কোনটিই না

২। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক ভূমিকা রাখতে পারে?

(ক) আমলাগোষ্ঠী (খ) ব্যবসায়ী

(গ) রাজনৈতিক নেতৃত্ব (ঘ) দাতা সংস্থা

## পাঠ-২.৬ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক ও সরকারের ভূমিকা (Role of Citizen and Government in Establishing Good Governance)

### উদ্দেশ্য

**এই পাঠ শেষে আপনি**

- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকদের করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ভূমিকা সম্পর্কেও অবগত হতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **মুখ্য শব্দ (Key Words)** | সরকার, নাগরিক, জবাবদিহিতা, নাগরিক স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, সংবিধানের মূলনীতি। |

### সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক ও সরকারের ভূমিকা

সুশাসন একটি জটিল ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের সকল নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রয়েছে। নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে সরকার বিভিন্ন সময় নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে নাগরিকদের সচেতন অভিমত সরকারের কার্যক্রমকে আরও সক্রিয় ও অর্থবহ করে তোলে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিক ও সরকারের করণীয় এখানে আলোচনা করা হল:

১। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের প্রধান করণীয় হচ্ছে ব্যক্তিগত অথবা সংগঠিতভাবে সরকারকে জনকল্যাণে সুনীতি গ্রহণে বাধ্য করা। এক্ষেত্রে তারা আলোকিত মতামত দিয়ে সরকারকে সাহায্য করতে পারে বা সরকারের অন্যায় বা ভুল নীতির সমালোচনা বা প্রতিবাদের মাধ্যমে সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করতে পারে।

২। ক্ষেত্রবিশেষে নাগরিকগণ নিজেদের সমস্যা সমাধানে নিজেরাই উদ্যোগ নিতে পারে। সরকার অংশীদারিত্বের নীতির মাধ্যমে এই কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগের ফলে নাগরিকদের মধ্যে উদ্দীপনা ও অংশগ্রহণের মনোভাব বাড়বে। নাগরিক উদ্যোগগুলোতে সরকার নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে সহায়তা দিলে, নাগরিকরা স্ব-শাসনের শিক্ষা লাভ করবে। এসব উদ্যোগ সুশাসনকে ত্বরান্বিত করবে।

৩। সরকারের করণীয় হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগকে বিস্তৃত করা। নাগরিকদের বাক্‌স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এই সুযোগকে বর্ধিত করতে পারে। রাষ্ট্রের ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তখনই সহায়ক হয় যখন রাষ্ট্র স্বচ্ছতার নীতির ভিত্তিতে নাগরিকদের প্রতি তার দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়।

৪। প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব হচ্ছে সচেতনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, কর প্রদান করা, রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় না করা, ঘুষ নিজে না খাওয়া এবং কেউ ঘুষ নিলে বা দিলে তার প্রতিবাদ করাও নাগরিক দায়িত্ব।

৫। নানামত, নানা চিন্তা এবং সকল ধর্ম ও জাতিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও নাগরিক দায়িত্ব। সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা ও প্রতিরোধ করা নাগরিক দায়িত্বেরই অংশ। রাষ্ট্রের সংবিধানের মূলনীতিগুলো মান্য করা নাগরিকের দায়িত্ব।

৬। সরকারের উচিত রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে আমলাতন্ত্র, বিচারবিভাগ, আইনবিভাগের কার্যক্রমকে গতিশীল, স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও জবাবদিহিমূলক করা এবং সাধারণ জনগনের জন্য অধিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির বিষয়ে আরও মনোযোগী হওয়া। প্রয়োজনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক এমন নতুন ও কার্যকরী আইন করা যেতে পারে।

| অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ | সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় কি? |
|---|---|

## সার-সংক্ষেপ

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত জরুরি। প্রশাসনকে জনসেবায় নিয়োজিত করা, কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে। প্রয়োজনে প্রশাসনে যথাযথ প্রযুক্তি প্রয়োগ করেও অধিকতর সুশাসন নিশ্চিত করা যায়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমেও সুশাসন প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করা যায়। নাগরিক কর্তব্য যেমন- নির্বাচনে অংশগ্রহণ, যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন, তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে আইনের দারস্থ হওয়া, সরকারকে জবাবদিহি করা, স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সরকারকে সহযোগিতা করা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও নিয়মিত কর প্রদান করে সরকারি সেবা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখে সুশাসন নিশ্চিত করা যেতে পারে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬

**সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন**

১। সুনীতি গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করার দায়িত্ব কার?
(ক) বিদেশীদের (খ) নাগরিকের
(গ) আমলাদের (ঘ) সামরিকবাহিনীর

২। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের দায়িত্ব শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের সুযোগ–
(ক) বন্ধ করে দেওয়া (খ) প্রসারিত করা
(গ) কমিয়ে দেওয়া (ঘ) খ ও গ

৩। নীচে উল্লেখিত নাগরিকদের কোন আচরণ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে না?
(ক) নিয়মিত কর দেওয়া
(খ) ভোটাধিকার প্রয়োগ করা
(গ) জন্মনিবন্ধন করা
(ঘ) সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া

৪। কোনটি বর্জনীয়?
ক) জাতীয় পরিচয়পত্র সংরক্ষণ খ) জন্মনিবন্ধন
গ) নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ঘ) ঘুষ গ্রহণ

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

### সৃজনশীল

১। সোহাগপুর গ্রামের দরিদ্র কৃষক তাহের মিয়া। তাঁর তিন ছেলে-মেয়েসহ পাঁচ জনের সংসার। সামান্য চাষের জমির ওপর তাঁর জীবিকা চালাতে হয়। একই গ্রামের জোতদার মজিদ মোল্লা দুর্বল পেয়ে তাঁকে ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করে। তাহের মিয়া ছেলে-মেয়ে নিয়ে থানায় যান। কিন্তু, পুলিশ তাঁকে সাহায্য করতে অপারগ হয়। অবশেষে তিনি জেলা প্রশাসকের অফিসে যান নালিশ করতে। কিন্তু, সেখানে তিনি জেলা প্রশাসকের সাথে দেখা করতে ব্যর্থ হন। নিরুপায় হয়ে ছেলে-মেয়ে নিয়ে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী-বাড়ী দিন কাটাচ্ছিলেন তাহের মিয়া। একটা সময়ে এসে তাহের মিয়া গণমাধ্যম কর্মী ও সুশীল সমাজের দ্বারস্থ হলেন এবং অন্যায়ের বিচার পেলেন।

ক) সুশাসন এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কি?
খ) সুশাসন এর প্রধান উপাদানগুলো কি কি?
গ) সুশাসন এর অভাব থাকলে কি অবস্থা হয়? উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা করুন?
ঘ) কিভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়? উদ্দীপকে বর্ণিত পন্থা কতটুকু কার্যকর?

২। কোন একটি উপজেলার সাধারণ মানুষ স্থানীয় পল্লীবিদ্যুৎ অফিসের ওপর ক্ষুদ্ধ। কেননা, সারা দিনে তারা মাত্র তিন ঘন্টা বিদ্যুৎ সেবা পায়। অথচ বিদ্যুৎ অফিসের লোকজন তাদেরকে বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা বলে হাজার-হাজার টাকা ঘুষ নেয়। কিন্তু, তাতেও তারা বিদ্যুৎ পায় না। এক পর্যায়ে এই উপজেলার অনেক মানুষ একত্রিত হয়ে পল্লী বিদ্যুৎ অফিস আক্রমণ করে। পুলিশ এসে এদেরকে লাঠিপেটা করে। স্থানীয় সংসদ সদস্য বিষয়টিকে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা বলে এড়িয়ে যান।

ক) সুশাসন এর প্রধান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
খ) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় একজন সুনাগরিকের কর্তব্য কি?
গ) পরিস্থিতি কেন এমন হল?
ঘ) এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য কি করা উচিত বলে মনে করেন?

## উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ ঃ ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ ঃ ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ ঃ ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫ ঃ ১। গ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬ ঃ ১। খ ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ